ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 118 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১১৮ ● কলকাতা ● ১৯ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● রবিবার ● ০৩ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোট-পরবর্তী আতঙ্কে হেদিয়া নিরাপত্তাহীনতায় সম্পাদক, নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা:

ভোটের আবহ কাটতে না কাটতেই ফের আতঙ্কের ছায়া নেমেছে ক্যানিং-২ ব্লকের হেদিয়া গ্রামে। অভিযোগ, সম্ভাব্য হিংসার আগাম খবর বারবার পুলিশকে জানানো হলেও কার্যত কোনও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে না প্রশাসন। উল্টে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে—এমনই দাবি স্থানীয়দের একাংশের।

এই পরিস্থিতির কেন্দ্রে উঠে এসেছে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, লেখক ও সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নাম। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তিনি ও তাঁর পরিবার নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ২০১৬, ২০২১ এবং সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন তাঁরা। তবু, একাধিকবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও জিবনতলা থানার পক্ষ থেকে কার্যকরী কোনও তদন্ত বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি। সম্পাদকের বক্তব্য, "আগাম হামলার আশঙ্কার কথা পুলিশকে জানানো হয়েছে।

কিন্তু প্রতিবারই বলা হচ্ছে, কোর্টে যান বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানান।" তাঁর আরও অভিযোগ, থানার কিছু আধিকারিক নাকি অভিযোগকারীদের কথাই গোপনে অভিযুক্তদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন, ফলে বাড়ছে ঝুঁকি।

হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়ে নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশও আদায় করেছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রেও গাফিলতি রয়েছে। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক সদিচ্ছা নিয়েই।

গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, ভোটের ফল ঘোষণার আগে ও পরে এলাকায় ঘরবাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। "যে কোনও সময় বড় ধরনের অশান্তি বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে," আশঙ্কা তাঁদের। অভিযোগের তীর জিবনতলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের দিকেও। তাঁর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা, পক্ষপাতিত্ব এবং আইন প্রয়োগে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। যদিও পুলিশের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এ দিকে, বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরেও আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী ও সম্পাদক পরিবার। তাঁদের বক্তব্য, "নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।"

গ্রামে এখন প্রশ্ন একটাই—অভিযোগের পরেও প্রশাসন কি নড়বে, নাকি আতঙ্কই হবে নিত্যসঙ্গী?

পর্ব 277

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কিন্তু মধ্যে গুরুদেবের সঙ্গে যে বড় গুহায় গিয়েছিলাম, তখন থেকে হিসাবে গড়বড় হয়ে গেছে এরকম লাগত। অনেকদিনই কেটে গেছে, এরকম মনে হচ্ছিল। এখন অন্ধকারের ভয়, জঙ্গলে জানোয়ারের ভয়, **ক্রমশঃ**

জাহাঙ্গিরের ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপি কর্মীদের উপর মারধরের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ফলতার হাশিমনগর। শনিবারও ওই একই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এ অবস্থায় ফলতার তৃণমূল প্রার্থীর দুই ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দিল কমিশন।এর প্রতিবাদে শুক্রবারও জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন গ্রামবাসীদের একাংশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফলতা থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী যায়। তবে শনিবার নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্ষোভকারীরা রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন। এক বিক্ষোভকারীর কথায়, ''বাড়িতে গিয়ে মারধর করা হয়েছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। আমরা ইস্রাফুলের গ্রেফতারি চাই। কিন্তু রাজ্য পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। আমরা চাই ওকে গ্রেফতার করা হোক। আর চাই ফলতায় দু'টি বুথ আছে, যেখানে পুনর্নির্বাচন করা হোক।'' বিক্ষোভকারীদের দাবি, ''ফলতায় পুনর্নির্বাচন চাই।'' কেউ কেউ পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ তুলেছেন। যদিও ঘটনাস্থলে থাকা এক পুলিশ আধিকারিক জানান, কোনও লাঠিচার্জ হয়নি।ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের 'ঘনিষ্ঠ'দের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। নির্দেশের অন্যথা হলে পুলিশের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে পুলিশকে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করতে হবে।

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের সময় থেকেই দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায়। বেশ কিছু বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবিও উঠেছে। শনিবার রাজ্যের ১৫টি বুথে পুনর্নির্বাচন হচ্ছে ঠিকই, তবে সেই তালিকায় ফলতা নেই। এরই মধ্যে শনিবার সকাল থেকে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় ফলতায়। এলাকায় বিজেপি সমর্থক বলে পরিচিতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। এই ঘটনায় উঠে এসেছে জাহাঙ্গির-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ইস্রাফুল চোকদার নাম। তাঁর নেতৃত্বেই হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন গ্রামবাসীদের একাংশ। এ অবস্থায় হুমকি দেওয়া এবং ভয় দেখানোর অভিযোগে জাহাঙ্গিরের 'ঘনিষ্ঠ'দের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দিল কমিশন। ইস্রাফুল এবং অপর এক জাহাঙ্গির-ঘনিষ্ঠ সুজাদ্দিন শেখের নামোল্লেখ করে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের সহযোগীদের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি ওই এলাকার পুলিশের উদ্দেশেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে কমিশন। জানিয়ে দিয়েছে, ওই এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে পুলিশকে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে। না-হলে সংশ্লিষ্ট থানার ওসির বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হবে।

শুক্রবার থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় ফলতায়। বিজেপি কর্মীদের উপর মারধরের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ফলতার হাশিমনগর। শনিবারও ওই একই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। হাশিমনগর এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ তথা বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। তার প্রতিবাদ করায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের নেতৃত্বে কিছু লোকজন হামলা চালিয়েছেন। বিজেপির কর্মী এবং সমর্থকদের মারধর করা হয়েছে।

ভোটের পর কংগ্রেস ছাড়ছেন বহরমপুরের রবিনহুড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসই বাংলায় ক্ষমতাতে আসছে, প্রয়োজনে সমর্থন করবে দল, এমনই স্পষ্ট বার্তা দিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা গুলাম আহমেদ মীর। যদিও তাঁকে কার্যত পাত্তাই দিলেন না বহরমপুরের 'রবিনহুড' অধীর রঞ্জন চৌধুরী। গুলাম আহমেদ মীর পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক।এখন রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা যদি এই কথা বলেন সেটার পিছনে নিশ্চই দলের হাইকম্যান্ডের মত রয়েছে। সেটাকে কীভাবে উপেক্ষা করেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী? তাহলে কোনও অন্য চিন্তাভাবনা রয়েছে তাঁর। প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে। অধীরের দাবি, গুলাম আহমেদ মীর বাংলার নেতা নন, তাই তিনি এটা বলেছেন।তাঁর কথাতে অধীরের পাত্তা না দেওয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। তবে কী ভোটের পর দলবদলের পথে বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ? এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে।

গুলাম আহমেদ মীর বলেছেন, 'রাজ্যে ফের তৃণমূল কংগ্রেসই ক্ষমতায় আসবে। প্রয়োজন পড়লে সরকার গঠন করতে কংগ্রেস তৃণমূলকে সমর্থনও করতে পারে। বিজেপি নেতাকর্মীদের বাড়ির মহিলারাও তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ভোটের পর কংগ্রেস ছাড়ছেন বহরমপুরের রবিনহুড

রাজ্যে মোট ভোটারের ৫০ শতাংশ মহিলা, যাঁদের মধ্যে অন্তত ৬০ শতাংশ ভোট তৃণমূল পাবে। এক্সিট পোলের উল্টো ফল হবে।' যদিও কংগ্রেসের জাতীয় স্তরের নেতার বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন অধীর। তিনি এই বিষয়ে জানিয়েছেন, 'ফালতু কথা বলেছেন। এটা বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের কথা নয়। কে কোথা থেকে কী বলছেন তার দায়িত্ব আমার নয়। আমরা এসব ফালতু কথার ধার ধারি না, জবাবও দিই না। আমাদের ঠকতে হয় কারণ আমাদের এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয় না। বুথে এজেন্ট বসে থাকলে তৃণমূলের লোকজন বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে ভয় দেখান। তৃণমূলের থেকে লুটপাট কে বেশি জানে তা আমার জানা নেই। তৃণমূলের থেকে বেশি লুটপাট, ছ্যাচরামি আর কে করতে পারে? তাই তাদের সমর্থন করার কথাই নেই।'

গণনাকেন্দ্রকে দুর্গে পরিণত করতে নিয়োগ আরও ১৬৫ কাউন্টিং পর্যবেক্ষক ও ৭৭ পুলিশ অবজার্ভার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন? জনমত জানতে বাকি মাঝে আর একদিন। সোমবার সকালে ভোটযন্ত্র খোলার পর থেকে শুরু হবে গণনা। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা পরিষ্কার হতে শুরু করবে। কিন্তু এই গণনাকেন্দ্র যেন পরিণত হচ্ছে দুর্গে। আরও ১৬৫ কাউন্টিং পর্যবেক্ষক ও ৭৭ পুলিশ অবজার্ভার নিয়োগ করল কমিশন।সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৪ ও প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে এই নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। যেসকল বিধানসভা কেন্দ্রে একাধিক গণনাকক্ষ রয়েছে, সেখানে কাউন্টিং অবজার্ভারদের সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত অবজার্ভার নিয়োগ করেছে কমিশন। গণনাকেন্দ্রের ভিতরে ও গণনা কেন্দ্রের বাইরেও নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্য কমিশনের। গণনাকেন্দ্রের বাইরে যাতে আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। সকলে গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন না। যাদের কাছে কিউআর কোড থাকবে তাঁরা প্রবেশ করতে পারবে। কেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।সোমবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে গণনা। প্রথমে পোস্টাল ব্যালট দিয়ে শুরু হবে গণনা। তারপরেই খুলবে ইভিএম। এই গণনার জন্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করছে নির্বাচন কমিশন। ৭৭টি গণনাকেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে কমিশন। গোটা গণনাপ্রক্রিয়া যাতে শান্তিপূর্ণভাবে কাটে, তারজন্য ১৬৫ জন কাউন্টিং অবজার্ভার নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। কাউন্টিং অবজার্ভারদের সাহায্যের জন্য অতিরিক্ত অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে। সঙ্গে আরও ৭৭ জন পুলিশ অবজার্ভার নিয়োগ করছে কমিশন। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখাই মূল লক্ষ্য। এবারের নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার টার্গেট নিয়েছিল কমিশন। মোটের ওপরে কিছু জায়গা বাদ দিলে বড় কোনও অশান্তি ঘটেনি। ভোটগ্রহণের পরে শান্তিপূর্ণ ফলপ্রকাশও করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। সেই জন্য অতিরিক্ত অবজার্ভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

যখন মানবতা পথ দেখায়, তখন আশার জয় হয়', মানবিক বার্তা অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচন মিটে গিয়েছে। তাই আর বিধিভঙ্গের কোনও বিষয় নেই। মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন তিনি। আর তাতে যখন সাফল্য আসে তখন সেটা যে কার্যত বিজয় সেটাই এবার তুলে ধরলেন তিনি। আট মাসের দুই যমজ শিশুর চোখে সমস্যা নেমে এসেছিল। চোখে দেখতে পাচ্ছিল না খুদেরা। এই পরিস্থিতিতে হায়দরাবাদের বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতালে পাঠিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছেন তিনি।এছাড়া দুই শিশুর নবজীবন ফিরে পাওয়ার মতো ঘটনায় খুশি অভিষেক। আর চোখের দৃষ্টি ফিরে পাওয়াকে বিজয় হিসাবে দেখছেন তিনি। তাই তো তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা লেখেন, 'সর্বপ্রথম তাদের জগৎকে আলোকিত হতে দেখাটা শুধু একটি চিকিৎসাগত সাফল্যই নয়, এটি এই সত্যের পুনঃনিশ্চয়তা যে, সহানুভূতিশীল শাসন, সময়োচিত হস্তক্ষেপ এবং জনকল্যাণের প্রতি অটল অঙ্গীকার জীবনকে গভীরতম উপায়ে বদলে দিতে পারে। তাদের হাসি এবং তাদের পরিবারের আনন্দ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কেন সেবার এই যাত্রাটি গুরুত্বপূর্ণ। যখন মানবতা পথ দেখায়, তখন আশার জয় হয়।'এই শিশু দুটির অভিভাবকরা এসেছিলেন সেবাশ্রয় শিবিরে। আর তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে শিশুদের জীবনে আলো ফেরালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই কাজ করে কোনও কৃতিত্ব দাবি করেননি ডায়মন্ডহারবারের

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

উত্তপ্ত ফলতা, দফায় দফায় বিক্ষোভের পর শেষমেশ গ্রেপ্তার তিন তৃণমূল কর্মী

ভোটের ফলাফল ঘোষণার দু'দিন আগে অগ্নিগর্ভ ফলতা। ভোট দিতে না পারার অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ বিজেপি সমর্থকদের। এবার ফলতার হাসিমনগরে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় তিন তৃণমূল কর্মী গ্রেপ্তার হল। ধৃতেরা হলেন আতিবুর শেখ, হাবিব মোল্লা, হাবিব শেখ। পুলিশ জানিয়েছে, পঞ্চায়েত প্রধান ইসরাফিল চাকদার ও তাঁর সঙ্গী সুজাউদ্দিন শেখের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করা হয়েছে।

দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হলেও বিতর্ক থামেনি। বরং পুনর্নির্বাচনের দাবি ঘিরে আরও তীব্র হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে, ফলতার অন্তত ২৩টি বুথে পুনর্নির্বাচন করা হোক। তাঁদের অভিযোগ, ওই বুথগুলিতে ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি।

সব মিলিয়ে, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র এখন কার্যত অগ্নিগর্ভ। ভোট পরবর্তী হিংসা, সন্ত্রাসের অভিযোগ এবং পুনর্নির্বাচনের জল্পনা—সবকিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র আবারও উত্তপ্ত। ভোটের পর থেকেই রাজনৈতিক সংঘাত, হামলা এবং পুনর্নির্বাচনের দাবিকে কেন্দ্র করে কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে এই বিধানসভার হাসিমনগর এলাকা।

বিজেপি সমর্থকদের অভিযোগ, বিজেপিকে ভোট দেওয়ার 'অপরাধে' তাঁরা হামলার মুখে পড়ছেন। শুধু মারধর নয়, খুনের হুমকি থেকে শুরু করে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো ভয়ঙ্কর অভিযোগও উঠেছে। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদেই শনিবার হাসিমনগরে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, ভোটের দিন থেকেই সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। ভোটারদের বুথে যেতে বাধা, ভয় দেখানো, এমনকি জোর করে নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দেওয়ার চাপ তৈরি করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর সেই সন্ত্রাস আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির।

তাঁদের দাবি, যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে মারধরও করা হচ্ছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই হাসিমনগর এলাকায় উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। বিজেপি সমর্থকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন। 'দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে', 'নিরাপত্তা দিতে হবে'—এই দাবিতে সরব হন তাঁরা। বিশেষ করে স্থানীয় এক পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলে তাঁর গ্রেফতারের দাবিতে সরব হন বিক্ষোভকারীরা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী। সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে এলাকায় টহল দিতে দেখা যায় জওয়ানদের। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হলেও, সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক এখনও কাটেনি। অনেকেই বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র এমনিতেই এবারের নির্বাচনে শুরু থেকেই খবরের শিরোনামে। ভোটের আগে থেকেই এই কেন্দ্রে বারবার উত্তেজনার ঘটনা সামনে এসেছে। ভোটারদের প্রভাবিত করা, ভয় দেখানো এবং হুমকি দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আঠারোতম পর্ব)

হন । আর তিব্বতে গিয়ে বিষ্ণু অবতার বুদ্ধের কাছে পরামর্শ নেন । বুদ্ধদেব স্বপনাদেশে জানতে পারেন , তারা সিদ্ধ স্থান হল তারাপীঠ, এবং বুদ্ধদেব বাম মার্গের মদ্যমাংসাদি পঞ্চমাকার সহ তারাদেবীর পূজো করতে নির্দেশ দেন । বুদ্ধদেবের নির্দেশে বশিষ্ঠ বেদ ৩ লক্ষ বার জপ করলে তারামা সন্তুষ্ট হন ।বুদ্ধ যে শিশুশিবকে স্তনপানরত অবস্থায় দেখেছিলেন , সেই রূপ দেখাতে , বশিষ্ট দেব মা কে প্রার্থনা করেন , মা প্রীত হন এবং সেই রূপই প্রস্তর অবয়বে রূপান্তরিত হয় ।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

যখন মানবতা পথ দেখায়, তখন আশার জয় হয়', মানবিক বার্তা অভিষেকের

সাংসদ। বরং গোটা ঘটনাটি সামনে নিয়ে এসেছেন। আজ, শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শিশুদের সুস্থতা নিয়ে পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'জনজীবনে কিছু বিজয় খবরের কাগজের শিরোনাম দিয়ে নয়, বরং কোনও শিশুর চোখে ফিরে আসা আলোর মাধ্যমেই মাপা হয়।' আসলে শিশু দুটির জীবনে জন্মের পর থেকেই নেমে এসেছিল আঁধার। যা নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন তাদের অভিভাবকরা। নানা চেষ্টা করলেও সাফল্য আসেনি। অবশেষে ছুটে আসেন সেবাশ্রয় শিবিরে। আর সেখানেই হল মুশকিল আসান।যমজ শিশু দুটি দৃষ্টি ফিরে পেতেই খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে অভিভাবকদের মধ্যে। এমন মিরাকেল যে হবে তা তাঁরা আগে কল্পনা করতে পারেননি। তবে সেটাই হয়েছে। আর এই সাফল্যের খবর পেয়েই অভিষেক লেখেন, 'সেবাশ্রয়ের অঙ্গীকারের সুবাদে, আট মাস বয়সের যমজ শিশু আলিফা ও রায়ানা খাতুন হায়দরাবাদের 'এলভি প্রসাদ আই ইনস্টিটিউট'-এ সফলভাবে দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধারে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। আর তার মাধ্যমে তারা জন্মগত অন্ধত্ব জয় করে এমন এক ভবিষ্যৎকে বরণ করে নিয়েছে, যা একসময় অসম্ভব বলে মনে করা হতো।'

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেটা থেকে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বৈদিকদের সঙ্গে অবৈদিক আর্যদের একটা সজ্ঘাত ঘটে থাকতে পারে। সে সজ্ঘাত হরপ্পায় ঘটেছে কিনা, হরপ্পা সভ্যতার মাতৃকা-উপাসকরা ব্রাত্য আর্যভাষী ছিল কিনা,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রবিবার রাজ্যে সব স্ট্রংরুমের সামনে পদ্ম শিবিরের মহিলা কর্মীরা বসছেন অবস্থানে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটগণনার আগে এ বার ইভিএম 'পাহারা' দিতে বসছে বিজেপিও। রাজ্যের সর্বত্র স্ট্রংরুমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তৎপর হচ্ছে তারা। রবিবার সকাল থেকে রাজ্যের সব স্ট্রংরুমের সামনে অবস্থানে বসছেন বিজেপির মহিলা কর্মীরা। দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হওয়ার পর থেকে স্ট্রংরুমের সুরক্ষা নিয়ে শাসক এবং বিরোধী শিবিরের মধ্যে যে উত্তাপ দেখা গিয়েছে, তাতে বিজেপির এই কৌশল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

তার পরেও স্ট্রংরুম ঘিরে শাসক এবং বিরোধীশিবিরের মধ্যে চাপানউতর চলছেই। শনিবারও উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে স্ট্রংরুম ঘিরে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে উত্তাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সিসিটিভির ডিসপ্লে মনিটর কিছু ক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। যদিও কমিশন সূত্রে দাবি করা হয়, সিসি ক্যামেরা বন্ধ ছিল না। ডিসপ্লে মনিটরটি কোনও কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পর পর এই ঘটনাগুলির মাঝে এ বার রাজ্য জুড়ে সর্বত্র স্ট্রংরুম পাহারা দিতে বসছেন বিজেপির মহিলা কর্মীরা। গণনার আগের দিন, রবিবার বিজেপির সব প্রার্থী নিজ নিজ বিধানসভা এলাকায় মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন। বিজেপির সাংসদেরাও নিজ নিজ সংসদীয় এলাকায় মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবেন রবিবার।জানা যাচ্ছে, রাজ্যের সর্বত্রই বিজেপির তরফে দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। গণনা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রতিটি স্ট্রংরুমের 'সুরক্ষা' নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেপির মহিলা কর্মীদের। রবিবার থেকে সব স্ট্রংরুমের বাইরে অবস্থানে বসবেন তাঁরা। পরের দিন, সোমবার সকালে দলের কাউন্টিং এজেন্ট এবং প্রার্থীরা গণনাকেন্দ্রে পৌঁছোনোর আগে পর্যন্ত স্ট্রংরুম 'পাহারা' দেবেন এই মহিলা কর্মীরাই।

দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হওয়ার পর থেকেই স্ট্রংরুমের সুরক্ষা নিয়ে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে চাপানউতর শুরু হয়েছে। যার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কলকাতার দুই স্ট্রংরুম— ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র এবং সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুমের ভিতরে 'সন্দেহজনক গতিবিধির' অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল। সেই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের গেটের বাইরে অবস্থানে বসেন বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ এবং শ্যামপুকুরের প্রার্থী শশী পাঁজা। অন্য দিকে, তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন ভবানীপুরের স্ট্রংরুম রয়েছে সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে। মমতা নিজে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে 'পাহারা' দেন স্ট্রংরুম। ওই সময়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী এজেন্ট সূর্যনীল দাসও ছিলেন স্ট্রংরুমের পাল্টা 'পাহারায়'।

গণনাকেন্দ্রের অদূরে হোটেল ভাড়া করে রাত কাটাতে হবে প্রার্থীদের: মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শনিবার ২৯৪টি বিধানসভা আসনের দলীয় কাউন্টিং এজেন্টদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক সারলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠকে দলীয় নেতা-কর্মীদের গুচ্ছ পরামর্শ দিয়েছেন নেত্রী। তার মধ্যে রয়েছে, গণনাকেন্দ্রে আগেভাগে ঐক্যবদ্ধ ভাবে পৌঁছে যাওয়ার বার্তা। আবার গণনার সময় কোন কোন দিকে নজর রাখতে হবে, সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন মমতা।সূত্রের খবর, বৈঠকে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ার কয়েক জন তৃণমূল প্রার্থী জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ইতিমধ্যে লজ, হোটেল ভাড়া করে ফেলেছেন। রবিবার

রাতে সেখানেই থাকবেন।তৃণমূল সূত্রে খবর, নেত্রী বিশেষ ভাবে যে বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন, সেটা হল ভোটগণনার সময় নজরদারি। তিনি জানিয়েছেন, যে যে বুথে ৫০০-৭০০ বা হাজার ভোটে বিজেপি এগিয়ে যাচ্ছে, চটজলদি সেখানে পুনর্গণনার দাবি তুলতে হবে। তৃণমূলনেত্রী নিশ্চিত যে, দু'শোর বেশি আসনে জয়ী হবেন তাঁরা। কিন্তু তা বলে গণনার সময় যেন নজরদারি শিথিল না-হয়। আগামী ৪ মে, সোমবার যত ক্ষণ না তিনি নিজে সাংবাদিক বৈঠক করছেন, তত ক্ষণ দলের কোনও এজেন্ট যেন গণনাকেন্দ্র ছেড়ে না বেরিয়ে পড়েন।

শুধু তা-ই নয়, যেখানে গণনাকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে বা তুলনামূলক দূরবর্তী স্থানে, সেখানে যেন আগের রাতে অর্থাৎ রবিবারই পৌঁছে যান প্রার্থী, তাঁর এজেন্ট এবং কাউন্টিং এজেন্ট। তৃণমূলনেত্রীর নির্দেশ, গণনাকেন্দ্রের কাছাকাছি কোনও জায়গায় হোটেল ভাড়া করে রবিবার রাত কাটিয়ে দিতে হবে। ভোর হওয়ামাত্র হাতমুখ ধুয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়তে হবে গণনাকেন্দ্রের উদ্দেশে। সকাল ৮টা থেকে ভোটগণনা শুরু। তবে ৬টার মধ্যে যেন কাউন্টিং এজেন্টরা যেন গণনাকেন্দ্রে পৌঁছে যেন এবং তাঁরা যাতে সংঘবদ্ধ ভাবে যান, সেটা নিশ্চিত করতে বলেছেন মমতা।

প্রধানমন্ত্রী ‘মন কি বাত’-এর ১৩৩ তম পর্বে তাঁর ভাষণের কিছু ঝলক শেয়ার করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

[ষষ্ঠ পর্ব]

ভূর্জ্যপত্রে লেখা ছিল। এখানে আপনারা অষ্টম শতাব্দীর একটি আকর্ষণীয় বই শ্রী ভুবালয় দেখতে পাবেন। অংকের এই বইটি একটি গ্রিডের আকারে রয়েছে।

রানী লক্ষ্মীবাঈ সম্পর্কে কিছু মূল্যবান চিঠিও আপনারা এখানে দেখতে পাবেন। ১৮৫৭ সালে ওঁর নেওয়া কিছু সিদ্ধান্তের কথা এখানে জানা যায় যা ওর শৌর্যর প্রমাণ। যাঁরা নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের অনুরাগী তাঁদের জন্য এখানে নেতাজীর জীবন, আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং তাঁর বক্তৃতার সম্পর্কে অনেক নথি রয়েছে। আপনারা পন্ডিত মদনমোহন মালব্যজির সম্পর্কে অনেক নথিও পাবেন। এখানে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু মূল্যবান তথ্য রয়েছে। এখানে আমাদের সংবিধানের সঙ্গে যুক্ত থাকা অনেক মূল্যবান নথিও রয়েছে। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব যে আপনারা www.abhilekh-patal.in ওয়েবসাইটটি অবশ্যই ভিজিট করুন। এটা আপনাকে আপনার ইতিহাসের আশ্চর্য অনুভূতি দেবে।

বন্ধুরা, একটু কল্পনা করুন আপনারা এই পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান মানুষদের মধ্যে রয়েছেন। আপনার কাছে অংকের একটা খুব কঠিন প্রশ্ন রয়েছে। এটা সমাধান করার জন্য সময় রয়েছে মাত্র সাড়ে চার ঘন্টা। অর্থাৎ সময় অনেকটা কম কিন্তু প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক মানের, খুব কঠিনও। এমন পরিস্থিতিতে নার্ভাস হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতিতেই আমাদের মেয়েরা বাজিমাত করেছেন। এই মাসের শুরুতেই ফ্রান্সের বোর্দোয় ইউরোপিয়ান গার্লস ম্যাথমেটিকাল অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কে আগ্রহ রয়েছে তাদের জন্য এটি একটি বিরাট প্রতিযোগিতা। বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে এটি একটি। এই অলিম্পিয়াডে আমাদের মেয়েরা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছেন। এই প্রতিভাবান টিমকে নিয়ে আমি খুব গর্বিত। এরমধ্যে মুম্বাইয়ের শ্রেয়া মুন্দড়া, তিরুবনন্তপুরমের সঞ্জনা চাকো, চেন্নাইয়ের শিবানী ভরত কুমার এবং কলকাতার শ্রীময়ী বেরা রয়েছেন। এই প্রতিযোগিতায় আমাদের টিম বিশ্বের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। শ্রেয়া, স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস গড়েছেন সঞ্জনা রৌপ্যপদক, শিবানী ব্রোন্জ পদক জিতেছেন।

বন্ধুরা, এই অলিম্পিয়াডদের জন্য ভারতে যে বাছাই প্রক্রিয়া রয়েছে সেটা যথেষ্ট কঠিন। এই পরীক্ষায় মাল্টি স্টেজ সিলেকশন প্রসেস আছে। এখানে রিজিওনাল, স্টেট এবং ন্যাশনাল লেভেলে কঠিন পরীক্ষা পেরোতে হয়। এরপর সবচেয়ে ভালো ফলাফল করা ছাত্রীদের এক মাসের জন্য ম্যাথেমেটিকস ট্রেনিং ক্যাম্পে যেতে হয়। এইটা টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল

ক্রমশঃ

লেহ-তে ‘তথাগতের পবিত্র প্রত্নাবশেষের প্রদর্শনী’ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর আনন্দ প্রকাশ

নতুন দিল্লী, ২ মে ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ লেহ-তে ‘তথাগতের পবিত্র প্রত্নাবশেষের প্রদর্শনী’-র উদ্বোধন উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। প্রদর্শনীটি গতকাল বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে উদবোধন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে কপিলাবস্তুর পিপরাহওয়া স্তূপের সঙ্গে সম্পর্কিত এই পবিত্র প্রত্নাবশেষগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে খনন করে পাওয়া গিয়েছিল। এগুলি ভগবান বুদ্ধের চিরন্তন শিক্ষার প্রতীক।

তিনি আরও জানান যে এই প্রদর্শনী ১৪ই মে পর্যন্ত চলবে এবং পরবর্তীতে এগুলি জাঙ্সকারেও যাবে। এর ফলে, লাদাখের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি মূল্যবান সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি, এটি লাদাখে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক পর্যটনকেও উৎসাহিত করবে।

প্রসার ভারতীর চেয়ারম্যান হলেন বিশিষ্ট গীতিকার ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ শ্রী প্রসূন জোশী

নতুন দিল্লি, ২ মে ২০২৬

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট গীতিকার, লেখক এবং যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ শ্রী প্রসূন জোশীকে ভারত সরকারের সম্প্রচার সংস্থা ‘প্রসার ভারতী’-র চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সৃজনশীল জগতের সঙ্গে যুক্ত শ্রী জোশীর সাহিত্য, বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র এবং জনসংযোগ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রয়েছে। অন্তর্দৃষ্টিমূলক লেখনী এবং গভীর সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত তিনি।

তাঁর কর্মসম্ভারের মধ্যে রয়েছে, চলচ্চিত্রের গান, বিজ্ঞাপনী প্রচার এবং সামাজিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ গল্পবুনন - যা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ধরনের দর্শকগোষ্ঠীর সঙ্গে এক গভীর সংযোগ স্থাপন করে।

এই পদে তাঁর নিয়োগ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, “প্রসার ভারতী বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রী প্রসূন জোশীজির নিয়োগে তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। প্রসূনজি এক বিরল সৃজনশীল সত্তা, যিনি বিজ্ঞাপন, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং চলচ্চিত্র - সব ক্ষেত্রেই বিশ্বজুড়ে সমাদৃত; অথচ তাঁর হৃদস্পন্দন একান্তভাবেই ভারতের জন্য নিবেদিত। তাঁর শব্দমালায় মিশে থাকে আমাদের মাটির গন্ধ, আর তাঁর দূরদৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয় আমাদের সংস্কৃতির শাশ্বত নির্যাস। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রসার ভারতী খুঁজে পাবে নতুন উদ্দীপনা এবং এক নবীন সৃজনশীল কণ্ঠস্বর। তাঁর আগামী কার্যকাল যেন স্মরণীয় ও অর্থবহ হয়ে ওঠে - সেই কামনা করি।"

এর আগে শ্রী জোশী ২০১৭ সালের অগাস্ট মাস থেকে মুম্বাইয়ে ‘সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন’ (সিবিএফসি)-র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়া, তিনি ‘ম্যাকক্যান ওয়ার্ল্ড গ্রুপ ইন্ডিয়া’-র সিইও এবং ‘ম্যাকক্যান ওয়ার্ল্ড গ্রুপ এশিয়া প্যাসিফিক’ (ম্যাকক্যান এরিকসনের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান)-এর চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৬ সাল থেকে তিনি ‘ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টস’-এর অন্যতম ট্রাস্টি হিসেবেও যুক্ত রয়েছেন।

সৃজনশীল শিল্প এবং জনসংযোগের ক্ষেত্রে তাঁর সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সূত্রে আশা করা হচ্ছে যে, প্রসার ভারতীর নেতৃত্বে তিনি এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবেন।

সিনেমার খবর

আলিয়ার ছবি বিকৃত করে প্রচারণা, অভিযোগের তীর যার দিকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের অনেক তারকা নিজেদের কণ্ঠ বা ছবি বিনা অনুমতিতে ব্যবহার রোধে আইনিব্যবস্থা নিচ্ছেন। এর মধ্যে অভিনেতা অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনসহ বেশ কয়েকজন তারকা ইতিপূর্বে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি রক্ষায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এবার জনপ্রিয় অভিনেত্রী আলিয়া ভাট সেই পথে হাঁটলেন। তার ছবি বিনা অনুমতিতে ব্যবহারের অভিযোগ করেছেন পাকিস্তানের একটি পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের ছবি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন লুকে নিজেদের ব্র্যান্ডের পোশাক বসিয়ে প্রচার চালাচ্ছে সংস্থাটি। বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার পর অভিনেত্রীর ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, পাকিস্তানের ওই পোশাক ব্র্যান্ডের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে আলিয়ার একাধিক ছবি দেখা গেছে। সেখানে অভিনেত্রীকে বিভিন্ন রঙের সিল্কের পোশাকে দেখা গেলেও ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় সেগুলো এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

আলিয়া ভাটের লরিয়েল প্যারিস র‍্যাম্প ওয়াক, মিলান ফ্যাশন উইক এবং ডিজাইনার সব্যসাচীর ফটোশুটের ছবিগুলোকে বিকৃত করে নিজেদের ব্র্যান্ডের পোশাক যুক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। বিজ্ঞাপনের ক্যাপশনে দাবি করা হয়েছে, আলিয়া নিজেও এ পোশাকগুলো দেখলে পছন্দ করবেন।

সামাজিক মাধ্যমের নেটিজেনরা আলিয়ার এ বিষয়টিকে প্রতারণা ও নিম্নমানের মার্কেটিং হিসেবে অভিহিত করেছেন। অনেক ভক্ত-অনুরাগী আইনিব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আপনি একা: অমিতাভ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন ৮০ পেরিয়েও অভিনয় ও জীবনবোধে এখনো চিরসবুজ। তার এই গভীর জীবনদর্শন ভক্ত-অনুরাগীদের মনে নতুন করে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। অনেকেই বলছেন, জীবনের কঠিন সময়ে অমিতাভের এ কথাগুলো আত্মবিশ্বাস বাড়াতে টনিকের মতো কাজ করবে। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি সামাজিক মাধ্যমেও তার ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে সরব থাকেন।

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে নিজের ব্লগে জীবনের এক কঠিন সত্য নিয়ে হাজির হয়েছেন বিগবি। তিনি বলেন, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, জীবনের লড়াইয়ে দিনশেষে মানুষ একা। পোস্টে অমিতাভ আরও লিখেছেন— জীবনের প্রতিটি মোড় বা সংগ্রামের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত একাই লড়তে হয়। এই একাকীত্বকে নেতিবাচক হিসেবে নয়, বরং আত্মমর্যাদা ও শক্তির জায়গা থেকে তুলে ধরেছেন তিনি। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ব্রিটিশ-আমেরিকান লেখক অ্যালান ওয়াটসের একটি বিখ্যাত উক্তিও শেয়ার করে নিয়েছেন এ কিংবদন্তি অভিনেতা।

নিজের সেই অভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেকের ভেতরেই একটি ব্যক্তিগত শক্তি থাকে, যা অনেক সময় পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এটিই প্রতিটি মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। একে নিজের ভেতরে সযত্নে রাখুন। যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে, তখনই কেবল একে উন্মোচন করুন। মনে রাখবেন— এটিই হবে আপনার জীবনের সেরা রক্ষাকর্তা।

অমিতাভ বলেন, আপনার পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আপনি একা। জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপদেশ ও পরামর্শ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শেষ দায়িত্বটা সবসময় আপনারই। আপনি যা কিছু অনুভব করেন, যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, ভাবেন, সহ্য করেন, উপভোগ করেন কিংবা চিন্তা করেন— সবই আপনি। আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। শুধু আপনিই গুরুত্বপূর্ণ, আর কিছু নয়।

রণবীর সিং ও দীপিকার বয়স নিয়ে সমালোচনা, পার্থক্য কত?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন দ্বিতীয়বারের মতো বাবা-মা হতে চলেছেন। রোববার (১৯ এপ্রিল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সুখবরটি জানান তারা। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাদের প্রথম সন্তান দুয়া জন্ম নেয়। দীর্ঘ ছয় বছরের প্রেমের পর ২০১৮ সালে ইতালির লেক কোমোতে বিয়ে করেন এই জুটি। বর্তমানে তাদের দাম্পত্য জীবন আট বছর পূর্ণের পথে।

তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আবারও আলোচনা শুরু হয়েছে, বিশেষ করে বয়সের ব্যবধান নিয়ে। অনেকেই মনে করেন তাদের মধ্যে বড় বয়সের পার্থক্য রয়েছে, তবে বাস্তবে তা নয়। রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের বয়সের পার্থক্য মাত্র পাঁচ থেকে ছয় মাস। রণবীর কিছুটা বড় হলেও তারা প্রায় সমবয়সী।

রণবীর ২০২৬ সালের ৬ জুলাই ৪১ বছরে পা দেবেন, অন্যদিকে দীপিকা ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ৪০ বছর পূর্ণ করেন।

এই জুটির প্রথম পরিচয় হয় ২০১২ সালে একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। পরে ২০১৩ সালে সঞ্জয় লীলা ভান্সালীর 'রামলীলা' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সময় তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেখান থেকেই প্রেমের শুরু।

২০১৫ সালে রণবীর দীপিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। দীর্ঘদিন গোপন সম্পর্কের পর তাদের বিয়ে হয়। বর্তমানে দুজনই নিজ নিজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। দীপিকা অ্যাটলির পরিচালনায় 'রাকা' ছবির শুটিং করছেন, আর রণবীর 'ধুরন্ধর ২'-এর সাফল্যের পর নতুন প্রজেক্টে কাজ করছেন।

সঞ্জু ফিরতেই খেই হারাল রাজস্থান, ঘরের মাঠে অনবদ্য জয় দিল্লির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে কতটা রান সুরক্ষিত এটা বলা কঠিন। ব্যাটিং প্যারাডাইস। প্রথমে ব্যাটিং হোক বা রান তাড়া, কোনওটাই সমস্যা নয়। টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন সঞ্জু স্যামসন। দিল্লির ওপেনাররা দুর্দান্ত শুরু করেন। অভিষেক পোড়েল, জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগুরুকদের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে রাজস্থানকে ২২২ রানের টার্গেট দেয় দিল্লি। রান তাড়ায় সঞ্জু স্যামসনের উইকেটেই রাজস্থানের জয়ের আশা যেন শেষ হয়ে যায়।

ইনিংসের পঞ্চম ওভারে মুকেশ কুমার আক্রমণে। স্ট্রাইকে বাটলার। মুকেশ কুমারের প্রথম ডেলিভারি। মাত্র ৮ রানেই বাটলারের ক্যাচ ফেলেন স্টাবস। হাই ক্যাচ। নিজেই কল করেছিলেন। কঠিন ক্যাচ। হাতে এলেও ভারসাম্য রাখতে পারেননি। বাটলারের ক্যাচ ফেলা মানে...! তবে পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে বাটলারকে ফিরিয়ে স্টাবস এবং দিল্লি শিবিরকে স্বস্তি দেন অক্ষর প্যাটেল।

এ বারের আইপিএলে বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। এ মরসুমের পঞ্চম হাফসেঞ্চুরি এল তাঁর ব্যাটে। ৪৬ বলে ৮৬ রানে ফেরেন সঞ্জু। যদিও আউট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। বাউন্ডারি লাইনে শেই হোপ ক্লিন ক্যাচ নিয়েছিলেন কিনা, এই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ক্ষোভ নিয়েই মাঠ ছাড়েন সঞ্জু। রাজস্থানের লোয়ার অর্ডারে শুভম দুবে, রোভম্যান পাওয়েলের মতো পাওয়ার হিটার থাকায় ম্যাচ তবু রাজস্থানের পক্ষেই ছিল। সব বদলে গেল কুলদীপের ওভারে।

স্যামসনের আউট যদি প্রথম টার্নিং পয়েন্ট হয়, মূল বিষয় ১৮তম ওভার। মাত্র ৪ রান দিয়ে জোড়া উইকেট নেন কুলদীপ যাদব। সেটাই ম্যাচের রং বদলে দেয়। ১৯তম ওভারে দুর্দান্ত বোলিং করেন ইমপ্যাক্ট পরিবর্ত রশিক দার। শেষ ওভারে রাজস্থান রয়্যালসের লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৯ রান।

স্লগ ওভার স্পেশালিস্ট মুকেশ কুমারের হাতে ছিল দিল্লির ভাগ্য। প্রথম বলে সিঙ্গল। স্লো-ওভার রেটের জন্য বাউন্ডারি লাইনে ৫-এর পরিবর্তে ৪ ফিল্ডার। পাঁচ ছক্কায় জেতার সুযোগ ছিল রাজস্থানের। স্ট্রাইকে রোভম্যান পাওয়েলের মতো পাওয়ার হিটার। ওভারের দ্বিতীয় বলেই তাঁকে ক্লিন বোল্ড করেন মুকেশ কুমার। আর ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ ছিল না।

বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হলেন আলাকারাজ-সাবালেঙ্কা

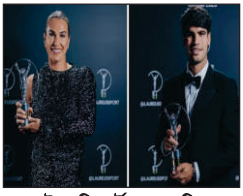

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাদ্রিদের জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত লরিয়াস বর্ষসেরা ক্রীড়া পুরস্কার অনুষ্ঠানে এবার টেনিসের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা পুরুষ ও নারী ক্রীড়াবিদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন যথাক্রমে কার্লোস আলকারাজ ও আরিনা সাবালেঙ্কা।

গত বছর ফ্রেঞ্চ ওপেন ও ইউএস ওপেন জয়ের পাশাপাশি চলতি বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও শিরোপা জেতেন আলকারাজ। অন্যদিকে, শীর্ষ র‍্যাংকিংধারী সাবালেঙ্কা গত মৌসুমে ইউএস ওপেনে টানা সাফল্য ধরে রাখেন।

বর্ষসেরা দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে ফরাসি ক্লাব প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি), যারা ঘরোয়া লিগ ও কাপের সঙ্গে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগও ঘরে তুলেছে।

বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রীড়াবিদ হয়েছেন বার্সেলোনা ও স্পেনের তরুণ ফুটবল তারকা লামিনে ইয়ামাল। গলফার ররি ম্যাকইলরয় পেয়েছেন কামব্যাক অব দ্য ইয়ার পুরস্কার, আর ফর্মুলা ওয়ান তারকা ল্যান্ডো নরিস পেয়েছেন ব্রেকথ্রু অব দ্য ইয়ার সম্মাননা।

এছাড়া টনি ক্রুস পেয়েছেন স্পোর্টিং ইনস্পিরেশন অ্যাওয়ার্ড, আর আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়েছে কিংবদন্তি জিমন্যাস্ট নাদিয়া কোমানেসককে। অ্যাকশন স্পোর্টস বিভাগে পুরস্কার জিতেছেন ক্লো কিম এবং প্যারালিম্পিক ক্রীড়াবিদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন গ্যাব্রিয়েল আরাউজো।

এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচ ও ফ্রিস্টাইল স্কিয়ার আইলেন গু।

কোহলির জন্য আমি ক্রিকেট দেখা শুরু করেছিলাম: জোকোভিচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সার্বিয়ায় ক্রিকেট খুব বেশি জনপ্রিয় না হলেও টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচের কারণে সেখানে এই খেলা নিয়ে বর্তমানে কিছুটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলির সঙ্গে তার সম্পর্ক ও প্রশংসা ক্রিকেট নিয়ে তার আগ্রহ আরও বাড়িয়েছে।

জোকোভিচ ও কোহলি ভিন্ন দুটি খেলার সুপারস্টার হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। তারা একে অপরকে বিভিন্ন সময় শুভেচ্ছাও জানিয়ে থাকেন।

সম্প্রতি লরিয়াস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডসে ভারতের একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জোকোভিচ বলেন, কোহলি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন এবং তিনি তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। তার কথায়, কোহলির কারণেই তিনি ক্রিকেট দেখা শুরু করেছেন, আগে এই খেলাটি সম্পর্কে খুব একটা ধারণা ছিল না।

তিনি আরও জানান, তারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন এবং ভবিষ্যতে যখন তিনি ভারতে যাবেন, তখন কোহলি তার সঙ্গে সময় কাটাবেন। তারা একসঙ্গে টেনিস ও ক্রিকেট দুটো খেলাই খেলতে এবং আনন্দঘন সময় উপভোগ করতে চান।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR